অষ্টাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভুর ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ, সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানের কাচ প্রস্তুত করিতে প্রভুর আদেশ, কে কি সাজ গ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা, নৃত্য-দর্শনের অধিকারী নির্ণয়, অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিতের নৃত্য-দর্শনে অযোগ্যতা প্রকাশ, প্রভু কর্তৃক ভক্তগণকে নৃত্য-দর্শনে যোগ্যতা প্রদান, ভক্তগণসহ প্রভুর চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়ার্থ গমন, বৈষ্ণববৃন্দের বিবিধ সাজ গ্রহণ, মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্য, আদ্যাশক্তি-বেশ-ধারণের উদ্দেশ্য, গদাধরের রমাবেশে নৃত্য, ভক্তগণের স্তুতি, নিশা-অবসানে সকলের বিরহ-ক্রন্দন, প্রভুর মাতৃভাবে সকলকে স্তন্য দান ও সপ্তদিন পর্যন্ত আচার্যরত্নের মন্দিরে অত্যদ্ভুত তেজের বিদ্যমানতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সমীপে ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশপূর্বক সদাশিব বুদ্ধিমন্ত-খানকে শঙ্খ, কাঁচুলী, পট্টসাড়ী, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাযোগ্য বেশ সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া পার্ষদগণ কে কি বেশ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। প্রভুর আদেশানুসারে বুদ্ধিমন্ত খান সমস্ত বেশ সজ্জিত করিলে তদ্দর্শনে প্রভু অত্যন্ত প্রীতির সহিত ভক্তগণের নিকট স্বীয় লক্ষ্মীবেশে নৃত্যের কথা প্রকাশপূর্বক বলিলেন যে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার নাই, প্রভুর এই বাক্য শ্রবণে ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিত আপনাদিগকে অজিতেন্দ্রিয় জানাইয়া নৃত্য-দর্শনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, সকলেই ঐ দিবস মহাযোগেশ্বরত্ব লাভ করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে পারিবেন, প্রভু-কৃপায় কেহই মোহপ্রাপ্ত হইবেন না।

সপার্ষদ মহাপ্রভু অভিনয়ার্থ চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-দর্শনেচ্ছায় বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শচীমাতা এবং সকল বৈষ্ণবের পরিবারবর্গ তথায় উপনীত হইলেন। ভক্তগণ প্রভুর শ্রীমুখ হইতে নিজ নিজ বেশ ধারণের আদেশ-বাণী-শ্রবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মহা-বিদুষকের ন্যায় সর্বভাবে নৃত্য, মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্তনারম্ভ এবং হরিদাস কোটাল-বেশে হস্তে দণ্ড লইয়া প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-দর্শনে সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস নারদ-সাজে সজ্জিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদানচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,--- তাঁহার নাম নারদ, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। কৃষ্ণদর্শনোদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠে গিয়া দেখিলেন যে, তথাকার গৃহদ্বার জনশূন্য রহিয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণের নদীয়া-আগমন-বার্তা-শ্রবণে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নবদ্বীপে স্বীয় প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-লীলাভিনয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী-সহ শচীমাতা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীবাসের এই অপূর্ব লীলাভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। শচীমাতা শ্রীবাসের মূর্তি-দর্শনে আনন্দে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে পতিব্রতা নারীগণ তদীয় কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। এইরূপে গৃহের অন্তর-বাহিরে সর্বত্রই সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন। এদিকে গৃহান্তরে প্রভু বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর বেশ ধারণপূর্বক তদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজেকে 'বিদর্ভসুতা' জ্ঞানে কৃষ্ণসমীপে রুক্মিণীর পত্রবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে

ভূমিতে অঙ্গুলী দ্বারা পত্রাঙ্কন করিতে থাকিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমে ক্রন্দন ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রহরে এইরূপ অভিনয় হইলে দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর ব্রহ্মানন্দ-সহ ব্রজবনিতার সাজ গ্রহণপূর্বক তত্তদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমবিহ্বল-চিত্তে রমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি ও নিত্যানন্দ বড়াই-বুড়ীর বেশ ধারণপূর্বক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে কেহ কমলা, কেহ বা লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া প্রভৃতি নিজ নিজ ভাব-অনুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আজন্ম ধরিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, শচীমাতারও প্রভুকে চিনিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন প্রভুর কৃপায় সকলের অন্তরে জননী-ভাব উদিত হওয়ায় সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু কোন্ প্রকৃতির ভাবে নৃত্য করিতেছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার ভাবাবেশে বিবিধ উক্তি-শ্রবণে কখনও রুক্মিণী, কখনও মহাচণ্ডী, কখনও বা শ্রীরাধা প্রভৃতি মনে করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি তাঁহার সকল শক্তির যথাযোগ্য স্বরূপ ও সম্মানের বিষয় সকলকে শিক্ষা দিলেন। প্রভুর আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্যকালে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চ-রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহালক্ষ্মীভাবে খট্টায় আরোহণ করিলে ভক্তগণ প্রভুর আদেশে তাঁহার স্তব-কীর্তনমুখে তদীয় শুভদৃষ্টি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হওয়ায় বৈষ্ণববৃন্দ ও পতিব্রতাগণ সকলেই বিষাদে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রভু বৈষ্ণবগণের ক্রন্দন-দর্শনে জগজ্জননী-ভাবে সকলকে স্তন্য পান করাইতে থাকিলে তাঁহাদের সব দুঃখ দূরীভূত হইল এবং সকলে প্রেমরসে মত্ত হইলেন।

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে সপ্ত দিবস পর্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল। লোকে তৎপ্রভাবে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিত না। লোকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিতেন, কিছুই প্রকাশ করিতেন না। (গৌঃ ভাঃ)

সপার্ষদ গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।।১।।
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম।।২।।

চৈতন্যকথা-শ্রবণে ভক্তি লাভ—

ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

প্রভুর নবদ্বীপ লীলায় সংকীর্তন-রসাস্বাদন—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
সংকীর্তন-রস প্রভু করয়ে সদায়।।৪।।

অধ্যায়ের সূত্র—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন-একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে।।৫।।

প্রভুর দৃশ্যকাব্যের বিধানে নৃত্যেচ্ছা ও কাব্যসজ্জার্থ আদেশ—

একদিন প্রভু বলিলেন সবা-স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে।।৬।।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু,—''কাচ সজ্জ কর গিয়া।।৭।।
শঙ্খ, কাঁচুলী,পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি' সজ্জ কর সবাকার।।৮।।

অভিনয়কারিগণের নির্দেশ—

গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ী সখী সুপ্রভাত।।৯।।
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।।১০।।
শ্রীবাস—নারদ-কাচ, স্নাতক—শ্রীরাম।
'দেউটিয়া আজি মুঞি' বলয়ে শ্রীমান্।।''১১।।

অদ্বৈত বলয়ে,—"কে করিবে পাত্র-কাচ?"
প্রভু বলে,—"পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।।১২।।

সদাশিব বুদ্ধিমন্তকে কাচ-সজ্জার্থ প্রভুর পুনরাদেশ ও তাহাদের সজ্জা আনিয়া প্রভু-স্থানে অর্পণ—

সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি।।"১৩।।
আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব, বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত।।১৪।।
সেইক্ষণে কাথিয়ার-চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া।।১৫।।
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান।।১৬।।

অভিনয়ের সজ্জা দর্শনে প্রভুর প্রীতি এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি উক্তি—

দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন।
সকল বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন।।১৭।।

প্রভুর নিজ অভিনয়ের নির্দেশ ও তদ্দর্শনে অধিকারী নির্ণয়—

"প্রকৃতি-স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তা'র অধিকার।।১৮।।
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।।"১৯।।
লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর।।২০।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

লক্ষ্মীকাচে----লক্ষ্মীর বেশ ধারণ করিয়া অভিনয়।।৫।।

অঙ্ক----দশবিধ দৃশ্যকাব্যের অন্যতম। নাটকের পরিচ্ছেদ বিশেষকে অঙ্ক বলা হয়। উক্ত অঙ্কে মুখ্য বা গৌণভাবে নায়কের চরিত্র উল্লিখিত থাকিবে। উহাতে রসভাব প্রভৃতি স্ফুটরূপে প্রতীত হইবে। অঙ্ক নিবদ্ধ শব্দসমূহ অনায়াসবোধ্য হইবে এবং গদ্যসমূহ বহুসমাসাদি-যুক্ত হইবে না, উহাতে ক্ষুদ্র চূর্ণক থাকিবে। অবান্তর যে কোন একটী বিষয় অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইবে। অবান্তর বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইলেও মূলঘটনার সম্বন্ধরক্ষক একটী অংশ অঙ্কে নিবদ্ধ হইবে। পরন্তু ইহা অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত অন্য অঙ্কেই জানিবে; কারণ, অন্তিম অঙ্কে বিষয়ের একান্তভাবে পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, তাহাতে আর ভবিষ্যৎ কোন ঘটনার সম্বন্ধ থাকে না। এক অঙ্কে বহু প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে না। বীজের উপসংহার অঙ্কে থাকিবে না। এই নিয়মও অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত অন্যত্রই জ্ঞাতব্য। অঙ্কে বহু বৃত্তান্ত প্রকাশিত থাকিবে। গদ্যাংশ অধিক বিন্যস্ত থাকিবে, পরন্তু পদ্যাংশ অধিক থাকিবে না। নায়কাদির কর্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি-নিত্যকর্মের বিরোধী কোনও বিষয় অঙ্কে সন্নিবেশিত হইবে না। যে বৃত্তান্ত বহুকালনিষ্পাদ্য, তাহা অঙ্কে বর্ণনীয় নহে, পরন্তু যাহা অল্পকালনিষ্পাদ্য তাহাই ধারাক্রমে রসবিচ্ছেদনিরাসার্শ অঙ্কে নিবদ্ধ হইবে। সকল অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও ঘটনাদ্বারা প্রত্যেক অঙ্কেই তাহার সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। তিন-চারিজন পাত্রদ্বারাই সাধারণতঃ অঙ্কের নির্বাহ করিতে হয়। নাটকের অঙ্কে কতিপয় বিষয় বর্ণিত হইবে না, যথা----অতিদূর হইতে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্য-দেশ প্রভৃতির বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপপ্রদান, মাল্যোৎসর্গ, মৃত্যু, সুরতক্রীড়া, কামপ্রযুক্ত অধরদংশন, স্তনাদিতে নখাঘাত এবং অন্যান্য লজ্জাজনক কার্য, শয়ন, অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ, স্নান এবং অনুলেপন। অঙ্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে না। অঙ্কের অভ্যন্তরে মহিষী, পরিজনাদি, অমাত্য এবং বণিক্ প্রভৃতির বিচিত্র বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীত থাকিবে এবং উক্ত চরিত্র গুলি রস ও ভাবের উদ্ভব করিবে। অঙ্কের শেষে কোন পাত্রই রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিবে না, পরন্তু সকলেই নেপথ্যস্থানে চলিয়া যাইবে। (----সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠপঃ ৭ম শ্লোক) অঙ্কের বিধানে----'অঙ্ক' নামক দৃশ্যকাব্যের বিধি অনুসারে।।৬।।

বড়াই-বৃদ্ধা মাতামহী; বৃন্দাবনের বৃদ্ধা রমণী পৌর্ণমাসী, ইনিই যোগমায়া, রাধাকৃষ্ণমিলনের কারণ।

তথ্য। "শ্রীরাধাকৃষ্ণসংযোগকারিণী জরতীব সা। যোগমায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনুং শ্রিতা।।" (----চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩।১১)।।১০।।

প্রভুবাক্যে বৈষ্ণবগণের বিষাদ—

শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড়।।২১।।

প্রভুবাক্য-শ্রবণে অদ্বৈত ও শ্রীবাসের অভিমত—

সর্বাদ্যে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য।
"আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য।।২২।।
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,—"মোর ওই কথা।।"২৩।।

প্রভুর সকলকে আশ্বাস ও অভিনয়-দর্শনে অধিকার প্রদান—

শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া।।"২৪।।
সর্বরঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাঁই।
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন,—"কারো চিন্তা নাই।।২৫।।
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা।।"২৬।।

প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবগণের উল্লাস—

শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত, শ্রীবাস।
সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস।।২৭।।

সর্বগণ-সহ মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন—

সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য-চন্দ্রশেখরের ঘর।।২৮।।

প্রভুর নৃত্য-দর্শনে শচী প্রভৃতি নারীগণের গমন—

আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে।।২৯।।
যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার।।৩০।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক চন্দ্রশেখরের সৌভাগ্য প্রশংসা—

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা।।৩১।।

মহাপ্রভুর সকলকে স্ব-স্ব-কাচ-অভিনয়ার্থ আদেশ—

বসিলা ঠাকুর সর্ব-বৈষ্ণব সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্ব-কাচ কাচিতে।।৩২।।

অদ্বৈতের নিজ কাচ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর—

করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার বার।
"মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার?"৩৩।।
প্রভু বলে,—"যত কাচ, সকলি তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার।।"৩৪।।

বাহ্যরহিত অদ্বৈত-প্রভুর বিবিধ বিলাস—

বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ?
ভ্রূকুটি করিয়া বুলে শান্তিপুরনাথ।।৩৫।।
সর্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।।৩৬।।

সকলের কৃষ্ণকীর্তন—

মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল।।৩৭।।
কীর্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
"রামকৃষ্ণ বল হরি গোপাল গোবিন্দ।।"৩৮।।

বৈকুণ্ঠকোটাল-বেশে হরিদাসের সকলকে সাবধান করণ—

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি' বদনে বিলাস।।৩৯।।
মহা পাগ শোভে শিরে ধটী-পরিধান।
দণ্ড হস্তে সবারে করয়ে সাবধান।।৪০।।

দেউটিয়া---দীপধারী। স্নাতক---সমাবর্তন স্নানকারী দ্বিজ।।১১।।

কাচ---পরিচ্ছদ, সাজ, অভিনয়ার্থ নট-নটীর বেশ। সজ্জ---প্রস্তুত, সজ্জিত।।১৩।।

কাথিয়ার চাঁদোয়া---কাথিয়ারদেশীয় চান্দোয়া।।১৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর আধ্যক্ষিকগণের বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবার প্রস্তাব দ্বারা অধোক্ষজের বিচিত্র বিলাসে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানিগণের অধিকারাভাবের কথা জানাইলেন। যাঁহারা বিবর্তক্রমে আপনাদিগকে 'পুরুষাভিমান' করিয়া জগতের নারীগণকে ভোগ্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারাই রাবণের অনুকরণে সীতাপতি হইবার দুর্বাসনাবিশিষ্ট। লক্ষ্মীর সেবনধর্ম---বৈষ্ণবতার

"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।।"৪১।।
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সবারে জাগায়।।৪২।।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণ নাম।"
দম্ভ করি' হরিদাস করয়ে আহ্বান।।৪৩।।

হরিদাসকে দেখিয়া সকলের তৎপরিচয় জিজ্ঞাসা ও হরিদাসের উত্তর এবং মুরারি-সহ পরিভ্রমণ—

হরিদাস দেখিয়া সকল-গণ হাসে।
"কে তুমি, এথায় কেনে"—সবেই জিজ্ঞাসে।।৪৪।।
হরিদাস বলে,—"আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল।।৪৫।।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্বথা।।৪৬।।
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি' আজি লও সাবধানে।।"৪৭।।
এত বলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাতে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে।।৪৮।।
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দু'য়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস।।৪৯।।

শ্রীবাসের নারদ-কাচে প্রবেশ ও রামাই পণ্ডিতের তৎপশ্চাৎ আগমন—

ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস।।৫০।।
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব গায়।
বীণা-কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চায়।।৫১।।
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু, পাছে করিলা গমন।।৫২।।
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন।।৫৩।।

শ্রীবাসের বেশ-দর্শনে অদ্বৈতাচার্যের প্রশ্ন ও শ্রীবাসের নিজ পরিচয়-প্রদান-মুখে গৌরতত্ত্ব বিজ্ঞাপন—

শ্রীবাসের বেশ দেখি' সর্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে।।৫৪।।
"কে তুমি আইলা এথা, কোন্ বা কারণে?"
শ্রীবাস বলেন—"শুন কহি যে বচনে।।৫৫।।
'নারদ' আমার নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ।।৫৬।।
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে।।৫৭।।
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার।।৫৮।।
না পারি রহিতে শূন্য-বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া।।৫৯।।
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি' লক্ষ্মীবেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ।।"৬০।।

শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠায় সকলের হাস্য ও জয়ধ্বনি—

শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠাবাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি।।৬১।।

ঐকান্তিকতা। যাহারা লক্ষ্মীর সেবা করিবার পরিবর্তে 'শ্রীমান্' হইবার যত্ন করিয়া আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভগবৎসেবায় কান্তরসে অধিকার দূরে থাকুক, মর্যাদা-পথে লক্ষ্মীর সেবক হইবার যোগ্যতা ও থাকে না। শ্রীভগবদ্বস্তুই যেখানে শক্তিতত্ত্বের বিলাস প্রদর্শন করেন, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। গৌরভোগি-সম্প্রদায় নাগরী বিচারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরসুন্দরকে ভোগ্য বিষয়-মাত্র জ্ঞান করেন।।২১।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সর্বপ্রথমে ভূমিতে একটী দাগ কাটিয়া খতম্ দিলেন,—"আমি এই প্রকার নৃত্য দর্শনে অসমর্থ। অজিতেন্দ্রিয়ের ঐরূপ দর্শনে অধিকার নাই, সুতরাং আমার সেরূপ দর্শন-কার্যে অধিকার হইতেছে না।" তাঁহার অনুসরণে শ্রীবাসপণ্ডিতও তাদৃশ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।।২২-২৩।।

জগতের প্রাণ—শ্রীগৌরসুন্দর।।৪১।।

নারদের সহিত শ্রীবাসের অভিন্নত্ব—

অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত।।৬২।।

পতিব্রতাগণ-সহ শচীমাতার অভিনয় দর্শন—

যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণসুধারসে মগ্ন হৈয়া।।৬৩।।

শচীমাতার রহস্য-পূর্বক মালিনীকে শ্রীবাসের কথা জিজ্ঞাসা ও তন্মূর্তি-দর্শনে মূর্ছা—

মালিনীরে বলে আই—"ইনি কি পণ্ডিত"?
মালিনী বলয়ে,—"শুন ঐ সুনিশ্চিত।।"৬৪।।
পরম বৈষ্ণবী আই সর্বলোকমাতা।
শ্রীবাসের মূর্তি দেখি' হইলা বিস্মিতা।।৬৫।।
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্ছিতা।
কোথাও নাহিক ধাতু, সবে চমকিতা।।৬৬।।

নারীগণের শচীকর্ণে কৃষ্ণকীর্তন ও শচীদেবীর বাহ্যপ্রাপ্তি—

সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে সঙরণ।।৬৭।।
সম্বিৎ পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে।।৬৮।।

সকলের বাহ্যহীন ভাব ও ক্রন্দন—

এই মত কি ঘর-বাহিরে সর্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সবে করেন ক্রন্দন।।৬৯।।

প্রভুর রুক্মিণী-সাজ ও তদাবেশে নিজকে রুক্মিণী-জ্ঞানে তদ্রূপ অভিনয়—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর।।৭০।।
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা যেন আপনারে বাসে।।৭১।।
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে।।৭২।।
রুক্মিণীর পত্র—সপ্তশ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে।।৭৩।।
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্।।৭৪।।

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)—

"শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে।।"৭৫।।

(কারুণ্যশারদা রাগেন গীয়তে)—

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর।।৭৬।।
সর্বনিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন।
সুখে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন।।৭৭।।

নড়ি—লগুড়, ছড়ি, যষ্টি।।৪২।।

শ্রীগৌরসুন্দর রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সেই অশ্রুজল মসীর স্থান অধিকার করিল, মহীপৃষ্ঠ পত্র বা কাগজের স্থান পাইল আর হস্তের অঙ্গুলী লেখনী বা কলমের কার্য করিল।।৭২।।

অন্বয়। (হে) ভুবনসুন্দর, (হে) অচ্যুত, শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণরন্ধ্রৈঃ) নিবিশ্য (অন্তঃপ্রবিশ্য) অঙ্গতাপং হরতঃ (দূরীকুর্বতঃ) তে (তব) গুণান্ শ্রুত্বা (লোকমুখাদাকর্ণ্য তথা) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মতাং জনানাং) অখিলার্থলাভং (সর্বার্থলাভাত্মকং) তব রূপং (চ শ্রুত্বা) মে (মম) অপত্রপং (অপগতা দূরীভূতা ত্রপা লজ্জা যস্মাৎ তৎ) চিত্তং (হৃদয়ং ত্বয়ি আবিশতি (আসজ্জতে) ।।৭৫।।

অনুবাদ। হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত, আপনার কথা শ্রোতৃজনের কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশপূর্বক অঙ্গতাপ হরণ করিয়া থাকে। লোকমুখে আপনার গুণরাশি এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জনগণের নিখিলবস্তু-লাভাত্মক আপনার সৌন্দর্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমার নির্লজ্জ চিত্ত আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে।।৭৫।।

ত্রিবিধ দুষ্কর তাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অপরিহার্য ক্লেশত্রয়।।৭৬।।

শুনি' যদুসিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান।।৭৮।।
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই' তোমার চরণ নাহি ভজে।।৭৯।।
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে।।৮০।।
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায়।।৮১।।
এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল।
মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি—তেঁহো অর্পিল সকল।।৮২।।
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।
মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী।।৮৩।।
কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহভাগ নহে শৃগালের সাথ।।৮৪।।
ব্রত,দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুতচরণ।।৮৫।।
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর।।৮৬।।
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে।
আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে।।৮৭।।
গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর-কাছে।
শেষে সর্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে।।৮৮।।
চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ—মথিয়া সকল।
হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহুবল।।৮৯।।
দর্পপ্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয়।।৯০।।
বিনি বন্ধু বধি' মোরে হরিবা আপনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে।।৯১।।
বিবাহের পূর্বদিনে কুলধর্ম আছে।
নব বধূজন যায় ভবানীর কাছে।।৯২।।
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে।।৯৩।।
যাহার চরণধূলি সর্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান।।৯৪।।
হেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে।।৯৫।।
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন।।৯৬।।
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণস্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে।।"৯৭।।

কাল পাই'----সুযোগ পাইয়া।।৭৯।।

তথ্য। 'কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্। ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা, কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামম্।।" (----ভাঃ ১০।৫২।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৮০।।

তথ্য। "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি। মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্‌গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ।।" (----ভাঃ ১০।৫২।৩৯)।।৮২-৮৪।।

তথ্য। "পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্রগুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ। আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্নাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে।।" (ভাঃ ১০।৫২।৪০ দ্রষ্টব্য)।।৮৫-৮৬।।

তথ্য। "শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ। নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্।।" (----ভাঃ ১০।৫২।৪১ দ্রষ্টব্য)।।৮৭-৮৯।।

তথ্য। "অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্ ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্। পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা যস্যাং বহির্নব-বধূর্গিরিজামুপেয়াৎ।।" (ভাঃ ১০।৫২।৪২)।।৯১-৯২।।

তথ্য। "যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতপোপহত্যৈ। যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ।।" (----ভাঃ ১০।৫২।৪৩)।।৯৪-৯৬।।

প্রভুর অভিনয়ে সকলের প্রেমাশ্রু—

এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে।।৯৮।।
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে।।৯৯।।

হরিদাসের হরিধ্বনি পূর্বক সকলকে জাগ্রতকরণ—

'জাগ জাগ জাগ' ডাকে প্রভু-হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস।।১০০।।

গদাধর ও ব্রহ্মানন্দের অভিনয় এবং বৈষ্ণবগণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি—

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর-পরবেশ।।১০১।।
সুপ্রভা তাহান সখি করি' নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে।।১০২।।
হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান।।১০৩।।
ডাকি' বলে হরিদাস,—'কে সব তোমরা?''
ব্রহ্মানন্দ বলে—''যাই মথুরা আমরা।।''১০৪।।
শ্রীবাস বলয়ে—''দুই কাহার বনিতা?''
ব্রহ্মানন্দ বলে,—''কেনে জিজ্ঞাসা বারতা?''১০৫।।
শ্রীবাস বলয়ে,—''জানিবারে না জুয়ায়?
'হয়' বলি' ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়।।১০৬।।
গঙ্গাদাস বলে,—''আজ কোথায় রহিবা?''
ব্রহ্মানন্দ বলে,—''তুমি স্থানখানি দিবা।।''১০৭।।
গঙ্গাদাস বলে,—''তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য নাহি ঝাট তুমি নড়।।''১০৮।।
অদ্বৈত বলয়ে,—''এত বিচারে কি কাজ।
'মাতৃসমা পরনারী' কেনে দেহ' লাজ?১০৯।।
নৃত্য-গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচহ, ধন পাইবা প্রচুর।।''১১০।।
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে।।১১১।।
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।।১১২।।

গদাধরের অভিনয়ে সকলের প্রেমোন্মত্ত ভাব ও জয়ধ্বনি—

গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন?
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন।।১১৩।।

গদাধরের প্রেমাশ্রুকে নদীসহ তুলনা—

প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত, ধন্য করি' মানে।।১১৪।।

গদাধরের স্বরূপ—

গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি।।১১৫।।
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
''গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার।।''১১৬।।

গায়ক, দ্রষ্টাদি সকলেরই বাহ্যহীনতা—

যে গায়, যে দেখে, সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য-প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে।।১১৭।।

সর্বত্র হরিকীর্তনের দ্বারা আনন্দ-কোলাহল—

'হরি হরি' বলি' কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্বগণে হইল আনন্দ-কোলাহল।।১১৮।।
চৌদিকে শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন।।১১৯।।

প্রভুর আদ্যাশক্তি-বেষে প্রবেশ ও সকলের জয়ধ্বনি—

হেনই সময়ে সর্ব-প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেষধর।।১২০।।
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি' হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে।।১২১।।

গদাধর-পরবেশ—গদাধরের প্রবেশ।।১০১।।
নড়—স্থানান্তরে যাও।।১০৮।।
মাধবনন্দন—মাধবমিশ্রের পুত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত।।১১৯।।

মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা।।১২২।।

প্রভুকে না চিনিয়া সকলের প্রভু-বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা—

কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর।।১২৩।।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই।।১২৪।।
অতএব সবে চিনিলেন 'প্রভু এই'।
বেশে কেহ লখিতে না পারে 'প্রভু সেই'।।১২৫।।
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা?
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা?১২৬।।
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী?
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী?১২৭।।
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া?
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া।।১২৮।।
এই মতে অন্যোন্যে সর্ব-জনে-জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে।।১২৯।।
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্ধেক তা'রা।।১৩০।।
অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
আই বলে,—"লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে?"১৩১
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈলা আপনি শ্রীহরি।।১৩২।।

হর-মোহনকারী প্রভু দর্শনে সকলের মোহশূন্যতা ও হৃদয়ে জননী-ভাব—

মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্বতী লইয়া।।১৩৩।।
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সবার।
পূর্ব অনুগ্রহ আছে, এই হেতু তার।।১৩৪।।
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে।।১৩৫।।
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি'।।১৩৬।।
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া।।১৩৭।।

বিশ্বম্ভরের জগজ্জননী-ভাবে নৃত্য—

জগত-জননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।।১৩৮।।

প্রভুর ভাব-বোধে সকলের অসামর্থ্য ও বিভিন্ন ধারণা—

হেন দঢ়াইতে কেহ নারে কোন জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ?১৩৯।।
কখনও বলয়ে "দ্বিজ, কৃষ্ণ কি আইলা?"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা।।১৪০।।
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন।।১৪১।।
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে।।১৪২।।
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে।।১৪৩।।
ক্ষণে বলে,—"চল বড়াই, যাই বৃন্দাবনে"।
গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে।।১৪৪।।
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি'।
সবে দেখে যেন মহাকোটি-যোগেশ্বরী।।১৪৫।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে।।১৪৬।।

বঙ্ক----বাঁকা, কুটিল, আড়।।১২১।।

বৃন্দাবনের সম্পত্তি----বার্ষভানবী।।১২৭।।

তথ্য। ভাঃ ৮।১২।১২-২৫ শ্লোকসমূহ আলোচ্য।।১৩৩।।

দঢ়াইতে----দৃঢ়নিশ্চয় করিতে।।১৩৯।।

প্রভুর আদ্যাশক্তি-বেষের উদ্দেশ্য—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে।।১৪৭।।
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি।।১৪৮।।
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ।।১৪৯।।
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয়।।১৫০।।

প্রভুর নৃত্য-দর্শন-শ্রবণ-গানকারীর প্রেমভাব—

সর্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর।।১৫১।।
যে দেখে, যে শুনে, যেবা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরঙ্গে।।১৫২।।
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহা-বন্যা ব্যাপিল সকল।।১৫৩।।
আদ্যাশক্তি-বেষে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ।।১৫৪।।

বিদর্ভের বালা----বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী।

পত্রসহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রেরিত ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্তন করিলে রুক্মিণী যেরূপ তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণাগমন-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুও রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া তদ্রূপ উক্তি করিলেন।।১৪০।।

রেবতী----শ্রীবলদেব-শক্তি।।১৪৩।।

রুক্মিণী অংশিনী হওয়ায় সকল প্রকাশময়ী নারীগণের আকর বস্তু। সেই অংশিনীর অংশকলাসমূহ বিভিন্ন নারীরূপে চতুর্দশ ভুবনে শক্তিমত্তত্ত্ব অংশী কৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষের (স্বাংশ-বিভিন্নাংশ প্রকাশভেদে) সেবাভিনয় করিয়া থাকেন।।১৪৬।।

নিঃশক্তিক মায়াবাদ আধ্যক্ষিক বিচারে পরিপুষ্ট। বিষ্ণুশক্তিকেও রুদ্রশক্তিজ্ঞানে নির্বিশেষবাদী শক্তি পরিহার করেন। জড় সবিশেষবাদী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহেশমোহিনীকে প্রাপঞ্চিক সুখদুঃখের অধিষ্ঠাত্রী জানিয়া দোষারোপ করে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিকে কেহ মায়াশক্তির সহিত 'অভিন্ন'-জ্ঞানে নিন্দা না করে----এই বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষার জন্য শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব জানাইবার উদ্দেশে রুক্মিণীর সেবাভিনয় করিয়াছিলেন।।১৪৭।।

চতুর্দশ ভুবনে যে-সকল কৃষ্ণশক্তি আছেন এবং বেদবর্ণিত অধোক্ষজ কৃষ্ণশক্তিসকল, এই সকলকে সম্মান করিলে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয়। লৌকিক কৃষ্ণশক্তি-সকলকেও লোকিক দর্শন না করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণভক্তির জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। বেদশাস্ত্রে যে-সকল শক্তির কথা বর্ণিত আছে, তাঁহাদিগকে আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া গোপীর অনুচরী জানিয়া সম্মান দিলে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয়।।১৪৮।।

দেবগণ প্রপঞ্চে স্ব-স্ব-অধিকারানুরূপ ভোগকার্যে বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়া থাকেন। সকলেই কৃষ্ণাজ্ঞাপরিচালন-জন্য ত্রিদিব-ক্ষেত্রে ও মরলোকে বিচরণ করেন। তাঁহারা কৃষ্ণপূজার চলচ্চিত্র। সপরিকর কৃষ্ণ-সেবা করিলে কৃষ্ণের বিশেষ সুখোৎপত্তি হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত দৃশ্য দেবাদি-নায়ক-সমূহে বিদ্বেষ বুদ্ধি করিলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। বহির্জগতের কামনা বিদূরিত হইয়া যখন দেবাদি সকল প্রাণীর নিকট কৃষ্ণসেবা যাচ্ঞা করা হয়, তখন তাঁহাদিগের স্বরূপগত প্রার্থনায় বাসনার তাড়না পরিলক্ষিত হয় না। আধ্যক্ষিকজ্ঞান-বিমুক্ত জীবগণ পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিচার অনুসরণ করিয়া প্রাপঞ্চিক দর্শন হইতে বিমুক্ত হন। সেইরূপ মহাভাগবতই কৃষ্ণের সুখবিধানে সর্বতোভাবে সমর্থ।

এই কবিতা পাঠ করিয়া যদি কেহ প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া দেবাদি প্রাণিগণের নিকট স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, তাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয় না। প্রপঞ্চভোগোন্মত্ত জনগণ যে দেবমনুষ্যদিগকে ভোগ করিবার উদ্দেশে আপনাকে ভোগিসজ্জায় সজ্জিত করেন, তাহাতে-কৃষ্ণসেবা বৈমুখ্যহেতু কৃষ্ণের বড়ই দুঃখ হয় এবং তাদৃশ দেবপূজা কপটতা বা দেববিরোধ-মাত্র জানিয়া কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে----শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা এবং ইতর ব্যাপারে অনিন্দাই বিহিত হইয়াছে। অনিন্দার বিধান দেখিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইবার বিধি ভক্তি-শাস্ত্রে নাই, পরন্তু ঐ সকল

কম্প, স্বেদ, পুলক, অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞী।।১৫৫।।
নাচেন ঠাকুর ধরি' নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কাত।।১৫৬।।

শ্রীমান্ পণ্ডিতের অভিনয়—

সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
চতুর্দিকে হরিদাস করে সাবধান।।১৫৭।।

নিত্যানন্দের কৃষ্ণাবেশে মূর্ছা এবং বৈষ্ণবগণের প্রেমক্রন্দন—

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর।।১৫৮।।
কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ।।১৫৯।।
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে।।১৬০।।
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।১৬১।।
কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চরায়।
কাহারো চরণ ধরি' কেহ গড়ি' যায়।।১৬২।।

মহাপ্রভুর গোপীনাথকে লইয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ—

ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি'।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি।।১৬৩।।

ভক্তগণকে স্তব পাঠ করিতে প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের বিভিন্ন ভাবে স্তব—

সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি'।
'মোর স্তব পড়' বলে গৌরাঙ্গ, শ্রীহরি।।১৬৪।।
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্বগণে।
সেইরূপে পড়ে স্তুতি, মহাপ্রভু শুনে।।১৬৫।।
কেহ পড়ে লক্ষ্মী-স্তব, কেহ চণ্ডী-স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি।।১৬৬।।

কথায় প্রমত্ত হইয়া তাহার সংবর্ধন-কামনা দ্রোহিতাচরণেরই অন্তর্গত। সর্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন এবং নির্মুক্ত বিচারে তাহার ঐ দেবগণকে ভগবৎপরিকর-জ্ঞান অবশ্য বিহিত। "যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশদুর্গাদ্যা বর্তন্তে, তে হি বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা যেঽপরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশ-দুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি। 'ন যত্র মায়া কিমুতা পরে' ইতি। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে। * * * সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে, ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।" শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভু-বিলিখিত এই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-বিচার এবং ভাঃ ১১।২৭।২৮-২৯ শ্লোক আলোচনা করিলে আর কোন সংশয় থাকে না।।১৪৯।।

আদ্যাশক্তি----আধ্যক্ষিক-বিচারে বহিরঙ্গাশক্তিপরিণত জগতে মূলশক্তিকে 'আদ্যাশক্তি' বলা হয়। খণ্ডকালের অভ্যন্তরে পূর্বাপর-বিচারে ব্রহ্মাণ্ডজননী 'আদ্যাশক্তি' নামে পরিচিতা। নিত্যশক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। নশ্বর জগৎ-পরিচালনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি ও বিনাশিনী শক্তি----ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মাত্র। উহা আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তিদ্বয়ের পরিচালিকা। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্যবৈকুণ্ঠজগতের প্রকাশকারিণী। বহিরঙ্গাশক্তিপরিণত জগতে পঞ্চক্লেশ ও গুণত্রয়ের পরস্পর বিবদমান অবস্থায় অবস্থিতি; কিন্তু অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণত নিত্য স্বপ্রকাশশীল জগতে আনন্দময়ী অবস্থার বিরাম নাই। এই অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অভ্যন্তরে লক্ষিতব্যা আরও একটি শক্তি আছে----যাহা কখনও অন্তরঙ্গা শক্তির অধীন, কখনও বা বহিরঙ্গা শক্তির অনুসরণে ব্যস্ত।

ভগবান্ গৌরসুন্দর আদ্যাশক্তির কার্যাবলী গ্রহণ করিয়া লাস্য-প্রদর্শনের অভিনয় করিলেন। অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ রুক্মিণীর সজ্জায় ভগবদুপাসনা প্রকট করিয়া প্রাপঞ্চিক দর্শনে সেই শক্তিরই জাগতিক অনুবন্ধ প্রদর্শন করিলেন।।১৫৪।।

দেউটী----প্রদীপ।।১৫৭।।

নাগরাজ----শেষদেব; নিত্যানন্দ প্রভু শেষদেবের অংশী বলিয়া তাঁহাকে এই নামে উক্তি করা হইয়াছে।।১৫৯।।

সাত্ত্বিক অহঙ্কারে অবস্থিত জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের শক্তিবেষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'নারায়ণী মহালক্ষ্মী' জানিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ বা তামসাহঙ্কারের অভিমানে চণ্ডিকা-স্তোত্রদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন।।১৬৬।।

মালশী রাগ

"জয় জয় জগতজননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাঙ্গা-পদছায়া।।১৬৭।।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি!
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি'।।১৬৮।।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কেবা দিবে সীমা।।১৬৯।।
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি।।১৭০।।
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্তিভেদ।
'সর্ব-প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ।।১৭১।।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা?১৭২।।
ত্রিজগত-হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি।।১৭৩।।
সর্বাশ্রয়া তুমি, সর্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি।।১৭৪।।
জগতজননী তুমি দ্বিতীয়রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব জীব পাল' মাতা।।১৭৫।।
জলরূপে তুমি সর্ব-জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন।।১৭৬।।
সাধু-জন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী-মূর্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি।।১৭৭।।
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি।।১৭৮।।
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র-উদয়া।
রাখহ জননী দিয়া চরণের ছায়া।।১৭৯।।
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর।।১৮০।।
সবার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস।।১৮১।।
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্বভূত-বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি।।"১৮২।।
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত।।১৮৩।।
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।।১৮৪।।
"সবেই লইল মাতা তোমার শরণ।
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন।।"১৮৫।।
এই মত সবেই করেন নিবেদন।
ঊর্ধবাহু করি' সবে করেন ক্রন্দন।।১৮৬।।

পতিব্রতাগণের প্রেমক্রন্দন—

গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন।।১৮৭।।

প্রেমানন্দে রাত্রি গত হইলে নৃত্যাবসান-হেতু সকলের দুঃখ—

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে।।১৮৮।।
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি' ভেল পরবেশ।।১৮৯।।

জগজ্জননী মহামায়া ঐহিক ভোগপর জীবগণকে নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করেন। এই ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন হন, কিন্তু সেইকালে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার পর কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি ঘটিবে। ভগবৎপ্রপন্নজনগণই মহামায়া আদ্যাশক্তির নিকট কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি লাভ করেন। ঐকান্তিক কৃষ্ণ-সেবাপ্রভাবেই যে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়,----ইহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। নন্দগোপসুতের সেবাই যে জীবের পরমহিতকারী, ইহাই কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনীয় বিষয় হয়।।১৬৭।।

তুমি----অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, তোমার শক্তির প্রভাবেই যুগোচিত ধর্ম সংরক্ষিত হয়। আধিকারিক জন্ম-স্থিতি-লয়ের দেবত্রয় তোমার মহিমা গান করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের অনুগত জনগণ তোমার মহিমার সীমা-নিরূপণে কিরূপে সমর্থ হইবে?১৬৯।।

পোহাইল নিশি, হৈল নৃত্য-অবসান।
বাজিল সবার বুকে যেন মহাবাণ।।১৯০।।

চমকিত হই' সবে চারিদিকে চায়।
'পোহাইল নিশি' করি' কাঁদে উভরায়।।১৯১।।

ভগবৎসন্দর্ভে ১১৭ সংখ্যায় উদ্ধৃত----"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।।" ভাঃ ১।৩।১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু----"শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। 'শক্তি' শব্দস্য প্রথমপ্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গমহাশক্তিঃ মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্বাসাপমপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততা ভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্বস্যা ভেদঃ----শ্রীর্ভাগবতীসম্পৎ; নত্বিয়ং মহালক্ষ্মীরূপা তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যা ভেদঃ----শ্রীর্জাগতীসম্পৎ; ইমামেবাধিকৃত্য "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি ইত্যাদি বাক্যম্; যত উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন----* * তত্রেলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলাপি। তত্র চ পূর্বস্যা ভেদো----বিদ্যা তত্ত্বাববোধকারণং সম্বিদাখ্যায়াস্তদ্বত্ত্বের্বৃত্তিবিশেষঃ। উত্তরস্যা ভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারম্। অবিদ্যা-লক্ষণো ভেদঃ----পূর্বস্যা ভগবতি বিভুত্বাদি-বিস্মৃতিতেহতুর্মাতৃভাবাদিময়-প্রেমানন্দবৃত্তি বিশেষঃ। * * উত্তরস্যাঃ স ভেদঃ----সংসারিণাং স্বরূপবিস্মৃত্যাদিহেতুরাবরণাত্মক-বৃত্তিবিশেষঃ; চ-কারাৎ পূর্বস্যাঃ, সন্ধিনী-সম্বিৎ হ্লাদিনী-ভক্ত্যাধার-শক্তিমূর্তিবিমলা-জয়া-যোগা প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। অত্র সন্ধিন্যের সত্যা জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্বাধিকারিতা শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। এবমুত্তরস্যাশ্চ যথাযথমন্যা জ্ঞেয়া। তদেবমপ্যত্র মায়া বৃত্তয়ো ন বিব্রিয়ন্তে,----বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ, মূলে তু সেবাং শমাত্রসাধারণ্যেন গণিতাঃ----বহিরঙ্গসেবিত্বঞ্চ তস্যা ভগবদংশভূতপুরুষস্য বিদূরবর্তিতয়ৈবাশ্রিতত্বাৎ। * * অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যেতি সর্বত্রৈব বিশেষ্যপদম্। শ্রীর্মূলরূপা; পুষ্ট্যাদয়স্তদংশাঃ; বিদ্যা জ্ঞানম্; আ সমীচীনা বিদ্যা শক্তিঃ----রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিত্যাদুক্তেঃ; মায়া বহিরঙ্গা, তদ্বৃত্তয়ঃ শ্র্যাদয়স্তু পৃথগ্জ্ঞেয়াঃ;শিষ্টং সমম্। ততশ্চাত্র শুদ্ধভগবৎপ্রকরণে স্বরূপশক্তি-বৃত্তিষ্বেব গণনায়াং পর্যবসিতাসু বিবেচনীয়মিদম্।।"।।১৭০।।

তুমি বিষ্ণুভক্তি বলিয়া যাবতীয় বিদ্যা----তোমারই প্রকাশ-ভেদ। শক্তি-মানের সকল স্বভাবের তুমিই শক্তি অর্থাৎ কারণস্বরূপ বেদশাস্ত্রে চিন্ময়ী শক্তিকেই 'সকল প্রাকৃত সৃষ্টির বল' বলিয়া থাকেন।।১৭১।।

ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে ভেদ এই যে, বৈকুণ্ঠ----স্বপ্রকাশবস্তু, আর ব্রহ্মাণ্ড----সৃষ্ট বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও লয়---কালাধীন, আর বৈকুণ্ঠের নিত্যাধিষ্ঠান----কালাতীত। বৈকুণ্ঠের মাতা নাই, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জননী আছে, তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী শক্তি হইয়াও গুণময় জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। চিন্ময়ী শক্তিই ত্রিজগতের কারণ এবং ত্রিগুণাতীতা হইয়াও প্রাকৃতদর্শনে তুমি গুণত্রয়ময়ী বলিয়া লোকে বিবর্তাশ্রিত হয়। তোমার স্বরূপবর্ণনে আধ্যক্ষিকগণের সর্বদাই অসামর্থ্য বর্তমান।।১৭২-১৭৪।।

তুমি----অদ্বিতীয় চিচ্ছক্তি হইয়াও প্রকাশবিশেষে প্রাকৃতজগতের জননী। তোমার প্রকাশভেদে এই ধরণী বদ্ধজীবের মাতৃরূপে পরিদৃষ্টা হন। তুমি জলরূপে সকল জীবের জীবনস্বরূপ। তোমার চিন্ময়ী শক্তির স্মরণ করিলে জীব অশেষপ্রকার মায়াশক্তিপরিণত জাগতিক ধারণা হইতে বিমুক্ত হইয়া বিবর্ত পরিহার করিতে সমর্থ হয়।।১৭৫-১৭৬।।

ভগবৎসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবের গৃহে তুমি মূর্তিমতী লক্ষ্মী হইয়া বিরাজমানা, আর বিষ্ণুসেবা-রহিত ভোগীর গৃহে তুমিই সেই জীবকে অশেষ প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তোমার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা বিমোহিত ও খণ্ডকালাধীন করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট কর।।১৭৭।।

তোমার চিন্ময়ী শক্তি বৈকুণ্ঠে নিত্যাবস্থিতা হইলেও স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিয়া নশ্বরতা উৎপাদন করে। তোমার চিন্ময়ী শক্তির অধীনে সেবা-পরায়ণা না হইলে জীব আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুর্গতি লাভ করে।।১৭৮।।

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সেবোন্মুখজনের নিকট তুমি শ্রদ্ধারূপে উদিতা হইয়া জীবের ভক্তি বৃদ্ধি করাও। তুমি যাহাদের প্রতি নির্দয়া হও, তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ করাইয়া ভোগকামনায় প্রমত্ত করাও। তখন তাহারা তোমাকে তাহাদের কামনা তর্পণকারিণীরূপে মাত্র জানে। কিন্তু তুমি যাঁহাদিগকে দয়া কর, তাঁহাদিগের শুভানুধ্যায়ীনী হইয়া ভোগ্যা হইবার পরিবর্তে সেব্যা হও।।১৭৯।।

কোটিপুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব-হৃদয়ে।।১৯২।।

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ—নারায়ণী-শক্তির কায়ব্যূহ—

যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চাহে।
প্রভুর কৃপার লাগি' ভস্ম নাহি হয়ে।।১৯৩।।
এ রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা।।১৯৪।।

পতিব্রতাগণের ক্রন্দন ও শচীদেবীর পদ-ধারণ—

কান্দে সব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।।১৯৫।।
যত নারায়ণী-শক্তি-জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী।।১৯৬।।
অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ।।১৯৭।।

সকলের প্রেমক্রন্দনে চন্দ্রশেখর-ভবনের প্রেমময়ত্ব—

চৌদিকে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন।।১৯৮।।

রাত্রি অতিবাহিত হওয়ায় গৌর-নৃত্যাবসানে বৈষ্ণবগণের রোদন এবং গৌরসুন্দরের জগজ্জননী-ভাবে স্তন্য-প্রদান-দ্বারা গীতার পাঠের সত্যতা-স্থাপন—

সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত।।১৯৯।।
কেহ বলে,—"আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে?
হেন রসে কেন কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে?"২০০।।
চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন।।২০১।।
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সবারে দিলেন পুত্রভাব।।২০২।।
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায় পরম স্নিগ্ধ হইয়া।।২০৩।।
কমলা, পার্বতী, দয়া, মহা-নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী।।"২০৪।।
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
"আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা।।"২০৫।।

ভক্তিহীন জগৎ তোমার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়। সেব্যা সূত্রে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে সেই অবোধ পুত্রগণ তোমাকে পূজ্যা-বুদ্ধি করিতে পারে না, তৎফলে তাহারা অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া ভগবানে শরণাগত হইতে পারে না।।১৮০।।

জগতের মুমুক্ষু লোকসকল তোমার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-দ্বারা নির্যাতিত হইয়া বাসনানির্মুক্ত হইবার জন্য উদ্ধার কামনা করে। সেই সকল সেবোন্মুখ জীবের হিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া তুমি তাহাদের ত্রিবিধ দুঃখ অপসারিত কর এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখতার উপদেশ করিয়া থাক।।১৮১।।

সকল দেবগণ তোমারই পূজা করেন। গায়ত্রী দেবী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বিচার হইতে মানবকে উন্মুক্ত করিয়া বুদ্ধিযোগপ্রদাত্রী। তোমার স্মরণে সকল প্রকার মনোধর্মজীবীর চাঞ্চল্য শোধিত হয়।।১৮২।।

বরমুখ----বরদানে উন্মুখ।।১৮৩।।

নারায়ণী শক্তিরই কায়ব্যূহ জগতের নারীজাতি। বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবগণের ন্যায় ভোগবুদ্ধিচালিত হইয়া জগজ্জননী নারায়ণী শক্তিকে 'প্রভু' জ্ঞান করেন না।।১৯৬।।

রোদন----দ্বিবিধ। আনন্দাশ্রু বিসর্জনকালের উচ্ছ্বাস, আর অভাবজনিত ক্লেশের বিচারে কাতরতামুখে অশ্রুবিসর্জনের সহিত চীৎকার। জগতের দুঃখ-পরিদর্শনকালে বৈষ্ণবের উভয় ভাবেরই স্বাভাবিক উদ্রেক দেখা যায়।।১৯৯।।

ভগবদ্বস্তু বিষয়বিগ্রহরূপে পুরুযোত্তম। সকলই তাঁহার পাল্য। আশ্রয়শক্তি সেবোন্মুখী হইয়া যে-কালে স্বীয় লীলাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন, তখন জীবকে তাঁহার স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করান। আর যেকালে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় পরিচালন করিয়া জীব মোহন কার্য্য সম্পাদন করেন এবং জীব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উহাই পরম আদরের বস্তু বলিয়া বিচার করেন, তখন

তথাহি (গীতা ৯।১৭)—

পিতামহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।।২০৬।।

ভাগ্যবন্ত পুরুষেরই স্তন্যপানে অধিকার—

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তনপান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্।।২০৭।।

স্তন্যপানে সকলের প্রেমমত্ততা—

স্তনপানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর।।২০৮।।

গৌরলীলার নিত্যত্ব—

এই সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব, তিরোভাব' বেদে মাত্র কয়।।২০৯।।

মহাপ্রভুর এতাদৃশ অভিনয়ের কারণ—

মহারাজ-রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর।।২১০।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল-সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ-ভেদ করে পাছে।।২১১।।

তিনি জীবের পূজ্য ভোগাধার হইয়া তাহার নশ্বর মঙ্গলপ্রদাত্রী হন। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত মাতৃত্বপ্রকাশ-লীলা সর্বভাবে অবস্থানের অযোগ্যতা-নিরাসকারী হইলেও উহাই বিষয়বিগ্রহ ভগবত্তার নিজ স্বরূপ নহে, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকার। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীগৌরলীলায় বিভিন্ন শক্তির অভিনয়ের আদর্শাভিমান প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বদ্ধজীবভোগ্য ব্যাপারবিশেষ মনে করা যাইবে, এরূপ নহে। জগতে জননীত্বের যে আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, উহাতে দেখা যায় যে, প্রসূত-সন্তান জননীর নিকট যে-কালে সেবা গ্রহণ করে, তৎকালে তাহার নিজ চেতনের অনুকূলভাবে চেষ্টা দেখাইতে অসামর্থ্য আছে। জননী দাসীর ন্যায় যে কালে পুত্রের সেবা করেন, পুত্র সেই সময়ে তাঁহার সেবা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। জননীর সেবা-গ্রহণ ব্যতীত জননীকে সেবা করা তৎকালে তাহার সম্ভাবনা নাই। সন্তানের জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদয়ে আপনার প্রভু হইবার বিচার-লোভ প্রবল হয়। তখনও তিনি বুঝিতে পারেন না যে, যে জননী তাঁহার প্রকটকালাবধি সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সেবা করিয়া ঋণমুক্ত হওয়া আবশ্যক। এরূপ বিচার প্রবলতা লাভ করিলে তাহার আর-সংসার-ভোগে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু 'বিষ্ণু'-মায়া এরূপ শক্তিসম্পন্না যে, সকল জীবকে তিনি সেরূপ অধিকার দেন না। তিনি সর্বদাই প্রভু ও ভোগী, তাঁহার অনুগত শক্তিগণই তাঁহার সেবক-সেবিকা। ভগবদ্বস্তুকে যাঁহারা সেবক-সেবিকা তত্ত্বে পরিণত করিবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহারা বিষ্ণুমায়া দ্বারা বিমোহিত হন। বিষ্ণু কখনও বদ্ধজীব-ভোগ্যা শক্তি হন না। তজ্জন্যই ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিপরিণত জগৎকে ভোগ্যভূমি জ্ঞান করিতে গিয়া তটস্থ-শক্তিপরিণত জীব জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন ও শাক্তেয় মতবাদ স্থাপন করিয়া পরমার্থ-পথ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জড়ভোগকেই যখন প্রয়োজন বোধ হয়, বদ্ধজীব সেইকালে ভগবদ্বস্তুকে তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য-সরবরাহকারিণী ব্যাপার বিশেষে স্থাপন করে। সুতরাং তন্নিমিত্ত ভোগরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পড়ে। গৌরসুন্দরের ভক্তভাবাঙ্গীকার-লীলায় যে জগজ্জননীর লীলা প্রদর্শন, তদ্দ্বারা শক্তিমদ্‌বিষ্ণুর সেবাই যে শাক্তেয় মতবাদীর উপাস্যা মূলা শক্তির একমাত্র বৃত্তি----ইহাই প্রদর্শন। বিষ্ণুবস্তু কখনই শক্তি নহেন। শক্তি----সর্বদাই ভগবানের আশ্রিতা। সেবোন্মুখিনী শক্তি----শক্তি মত্তত্ত্বের পরমোপযোগিনী এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত বিপরীতভাবে শক্তি পরিচালনা-কার্যের লীলা প্রদর্শন করেন,----ইহা পরিপুষ্ট করিবার জন্যই গৌরসুন্দরের এতাদৃশী লীলার প্রকাশ।।২০৪।।

ভগবান্----বাস্তব বস্তু। ভগবদংশ জীবের সহিত ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ। ভগবান্----বিভুচিৎ, তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অণুচিৎসকল আশ্রয়জাতীয়া শক্তির অংশবিশেষ। দেশ-কাল-পাত্রবিচারে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি-পরিচালনা তাঁহারই মায়াশক্তির কার্য; এই সকল কথা প্রদর্শনকল্পে জীবের মায়িক পরিচয়ের সহিত স্বরূপ-লক্ষণে সম্বন্ধ না থাকিলেও তটস্থ-লক্ষণে সম্বন্ধ-সকল বর্তমান, ইহাও বলিলেন।।২০৫।।

অন্বয়। অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) অস্য (স্থিরচরস্য) জগতঃ (চতুর্দশভুবনস্য) পিতা মাতা ধাতা পিতামহশ্চ (পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন ধারকত্বেন পোষকত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ)।।২০৬।।

অনুবাদ। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধারক, পোষক এবং পিতামহরূপে অবস্থিত।।২০৬।।

ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায়।।২১২।।
ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা-কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে, হেন কোন্ আছে?২১৩।।
তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি' এ সব মহত্ত্ব।।২১৪।।

ভাগ্যহীনের দৃষ্টিতে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত লীলা ভ্রান্তি-আনয়নকারিণী—

ইহা না বুঝিয়া কোন কোন পাপী জনা।
প্রভুরে বলয়ে' গোপী'খাইয়া আপনা।।২১৫।।

গোপিকা-নৃত্য-কথা-শ্রবণের ফলে কৃষ্ণভক্তি লভ্যা—

অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য চারি-বেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ।।২১৬।।
হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র।।২১৭।।

নিত্যানন্দের সর্বত্র গৌরসুন্দরানুগত্য প্রদর্শন—

যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে।।১১৮।।

গৌর-নিত্যানন্দের লীলা অনর্থযুক্তের বোধগম্য নহে, তাহা কৃষ্ণ-কৃপাসাপেক্ষা—

প্রভু হইলেন গোপী, নিত্যানন্দ বড়াই।
কে বুঝিবে ইহা, যার অনুভব নাই।।২১৯।।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ যারে, সে এ মর্ম্ম জানে।
অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ না চিনে।।২২০।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও অলৌকিক লীলা-বোধে অসমর্থ নিত্যানন্দ-নিন্দাকারীর মস্তকে পদাঘাত—

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনী।।২২১।।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে।।২২২।।
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।।২২৩।।

অধ্যায়ের কথাসার—

মধ্যখণ্ডে-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যহিঁ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ।।২২৪।।
নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পূরিল আশা স্তন পিয়াইয়া।।২২৫।।

চন্দ্রশেখর-ভবনে সপ্তাহকালব্যাপী অপূর্ব তেজঃ, তাহা কেবল সুকৃতিগণের দৃশ্যবস্তু—

সপ্তদিন শ্রীআচার্য-রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে।।২২৬।।
চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহা-কুতূহলে।।২২৭।।

আচার্য-ভবনে আগত ব্যক্তিগণের চক্ষুরুন্মীলনে অসামর্থ্য ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা; বৈষ্ণবগণের তাহাতে হাস্য—

যতেক আইসে লোক আচার্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে।।২২৮।।
লোকে বলে,—" কি কারণে আচার্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে?২২৯।।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে।।২৩০।।

মায়াশক্তিপরিণত জগতে গুণভেদে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে-সবগুলি চেতনের মুখ্য ও গৌণ শক্তি-বিচিত্রতারূপে পরিগণিত। লীলা ও ক্রিয়াতে বৈশিষ্ট্য আছে। অখণ্ডকাল ও খণ্ডকালের বিচারভেদে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিবিধ শক্তি অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষে অবস্থা-ভেদে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তাঁহার সহিত সেইগুলির সম্বন্ধ।।২১১।।

ভগবান্—বিষয়-বিগ্রহ, তাঁহাকে আশ্রয়-বিগ্রহ-জ্ঞানে 'গোপী' বলিয়া বর্ণন করিলে তিনি শক্তিমাত্রে পর্যবসিত হন, শক্তিমান্ থাকিতে পারেন না। মায়াবাদী ও অভক্তগণ ভগবান্ গৌরসুন্দরকে বিষ্ণুবিগ্রহের আকর বলিয়া জানিতে পারে না। বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত লীলা-প্রদর্শন ভাগ্যহীন-জনগণের সত্যোপলব্ধিতে ব্যাঘাত করে।।২১৫।।

চৈতন্য-মায়া—নিগূঢ়া—

হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ।।২৩১।।
এমত অচিন্ত্য-লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সব-ভক্ত সহিতে বিহরে।।২৩২।।

চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের সকলকে আহ্বান—

শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম কৈল যথা যথা।।২৩৩।।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২৩৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গস্য গোপিকা-নৃত্য-বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।।

প্রাক্তন-কর্মবিপাকে যাহারা পাপপ্রবণ-চিত্ত, সেইসকল ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবতত্ত্ব এবং তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে। সেরূপ গর্হণযোগ্য পাপ-পরায়ণের বিচার-সৌষ্ঠব অত্যন্ত ঘৃণা ও নিন্দার্হ বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার-কর্তৃক শিরোদেশে পদাঘাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের নিকট ঐরূপ শাসন লাভ করিলে হরিসেবাবিমুখগণের পরম সৌভাগ্যোদয় হয়, কিন্তু সাধারণ মুর্খলোক তাহা বুঝিতে পারে না।।২২৩।।

লোকশিক্ষার জন্য চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির ক্রিয়া-সমূহ প্রদর্শন করিয়া বদ্ধজীবের সুপ্তা নিত্যাবৃত্তি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। জড়জগতে প্রয়োজনীয় আহার্যদান এবং স্বরূপানুভূত আত্মার ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে ভগবানের সেবা করার বিচার জানাইয়াছিলেন।।২২৫।।

শ্রীচৈতন্যদেবের মায়া----পরম গূঢ়া। গৌরভোগি-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে (গৌরসুন্দরকে ভোগ্যজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করায় অর্থাৎ আপনাদিগকে নাগরী প্রভৃতি জানায়) ভক্তির লেশমাত্র নাই----একথা শ্রীচৈতন্যদেব মূঢ়জনগণকে জানিতে দেন নাই।।২৩১।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।